"A" এডভোকেসি'র কাঠামো

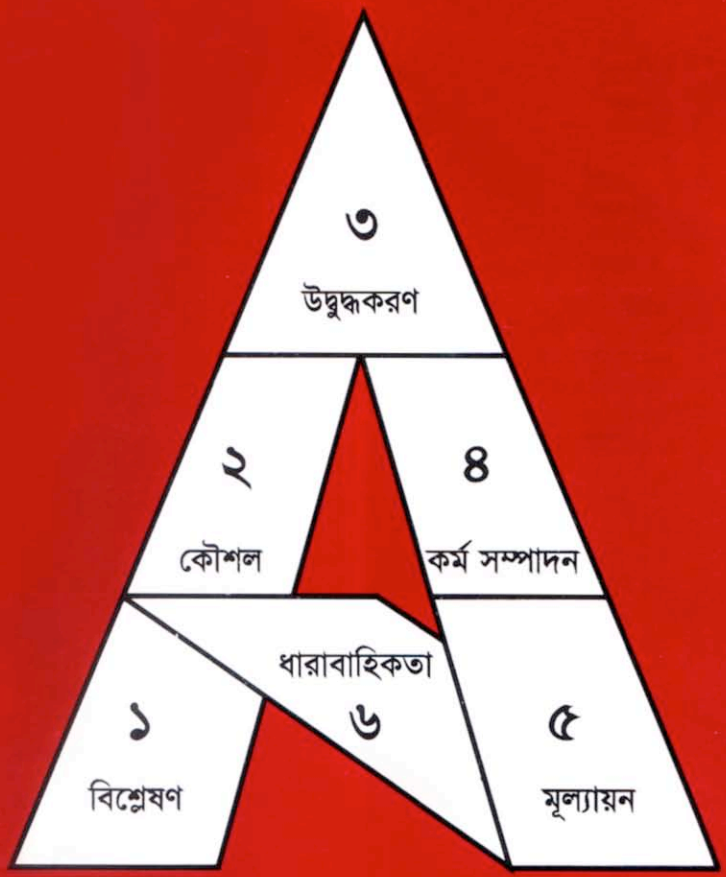

পপুলেশন কমিউনিকেশন সার্ভিসেস, সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রামস্, জনস্ হপকিনস্ স্কুল অব পাবলিক হেলথ্ কর্তৃক প্রকাশিত "A" Frame for Advocacy শীর্ষক ব্রোশিওর অবলম্বনে বিসিসিপি বাংলায় এই A-ব্রোশিওর প্রকাশ করছে।

বাংলাদেশ সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রামস্ কর্তৃক প্রকাশিত
বাড়ি ৬৪এ, সড়ক ৮এ (নতুন)
ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা
ঢাকা - ১২০৯
ফোন : ৮১১৭৫৯৬-৭, ৯১১৫৪৮৭
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮১১৩৪৪৩
ই-মেইল : bccp@citechco.net
ওয়েব সাইট : http://www.bangladesh-ccp.org

বাংলাদেশ সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রামস্

বিসিসিপি, সেপ্টেম্বর ২০০১

বাংলাদেশ সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রামস্ (বিসিসিপি)

পারিবারিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে কৌশলগত, বিজ্ঞান-ভিত্তিক যোগাযোগের কোনো বিকল্প নেই। গণমাধ্যমের ব্যাপক প্রসার, নতুন নতুন প্রযুক্তির সহজলভ্যতা এবং কার্যকর যোগাযোগের গুরুত্ব বৃদ্ধির ফলে স্বাস্থ্য ও সামাজিক আচরণ পরিবর্তনে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টির নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশে স্বাস্থ্য, বিশেষ করে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্য কর্মসূচি সফল করতে হলে এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে প্রদত্ত সেবাসমূহ সম্পর্কে জনগণের সম্যক ধারণা জন্মায় এবং তারা সেসব অনুমোদন ও ব্যবহার করে। এ ক্ষেত্রে আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ (বিসিসি) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এধরনের যোগাযোগ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে একটি শীর্ষস্থানীয় সংস্থা হিসেবে বিসিসিপি স্বাস্থ্য খাতে ২১ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিসিসি কর্মসূচি পরিকল্পনা, প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনা, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের সকল বিষয়ে পারদর্শী সহায়তা দেয়। বিসিসিপি'র কর্মসূচিসমূহ জাতীয় নীতি এবং কার্যক্রম কর্মকৌশলের আওতায় সমন্বিত হয়, যা ফলমুখী বহু-খাত সহযোগিতা, সর্বোচ্চ দক্ষতা এবং টেকসই স্বাস্থ্য আচরণ পরিবর্তন উৎসাহিত করে।

বিসিসিপি পূর্বতন জনস্ হপকিনস্ ইউনিভার্সিটি/সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রামস্ (জেএইচইউ/সিসিপি), ঢাকা-এর অভিজ্ঞ পেশাজীবীদের একটি দল নিয়ে গঠিত। এই সংস্থার দক্ষ পেশাজীবীগণ কৌশলগত যোগাযোগ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিকল্পনা, প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও প্রত্যবেক্ষণ কাজে সব ধরনের কৌশলগত পারদর্শিতা প্রয়োগ করেন।

জেএইচইউ/সিসিপি, ঢাকা অফিস ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশে বিভিন্ন তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ (আইইসি) কর্মসূচি পরিচালনায় বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি (এনজিও) সংস্থাকে কারিগরি সহায়তা দিয়েছে। জেএইচইউ/সিসিপি, ঢাকা'র দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্যসমূহের অন্যতম ছিল ক্রমান্বয়ে প্রযুক্তি ও পারদর্শিতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে একটি টেকসই, স্থানীয় সংস্থা গড়ে তোলা।

১৯৯৬ সালে বিসিসিপি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সেই উদ্দেশ্য বাস্তব রূপ লাভ করে। বিসিসিপি জেএইচইউ/সিসিপি'র একই ম্যান্ডেট – স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য উন্নয়ন খাতে বড় আকারের যোগাযোগ কর্মসূচি প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন – নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে।

বাংলাদেশ সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রামস্ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :

মোহাম্মদ শাহজাহান
পরিচালক, বিসিসিপি
বাড়ি ৬৪এ, সড়ক ৮এ(নতুন)
ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯।

জননীতি এডভোকেসির সংজ্ঞা

বিভিন্ন ধরনের প্রেরণাদায়ক যোগাযোগের মাধ্যমে জননীতি (পাবলিক পলিসি) প্রভাবিত করার প্রচেষ্টাই হচ্ছে জননীতি এডভোকেসি। আর জননীতির মধ্যে রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক এবং কখনো কখনো ব্যক্তি আচরণ পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ আরোপিত সিদ্ধান্ত, নীতি বা প্রচলিত চর্চাসমূহ।

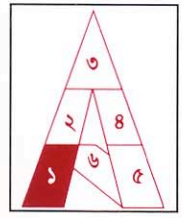

১. বিশ্লেষণ

বিশ্লেষণ হল ফলপ্রসূ এডভোকেসির প্রথম পদক্ষেপ। বস্তুত এটি যেকোনো ফলপ্রসূ কাজেরই প্রথম পদক্ষেপ। জননীতি প্রভাবিত করার লক্ষ্যে পরিকল্পিত যেকোনো কর্মতৎপরতা বা এডভোকেসি প্রচেষ্টা শুরু হয় নির্দিষ্ট কোনো সমস্যা, সংশ্লিষ্ট জনগণ, সংশ্লিষ্ট নীতিসমূহ, সেসব নীতির বাস্তবায়ন অথবা বাস্তবায়ন না হওয়া সম্পর্কিত বিষয়, সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ ও সিদ্ধান্ত প্রণেতাদের কাছে পৌছানোর মাধ্যমসমূহ সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রাপ্তি এবং এগুলো ভালভাবে অনুধাবন করার মধ্য দিয়ে। এসব বিষয়ে জ্ঞানের ভিত্তি যত দৃঢ় হবে, এডভোকেসিও তত প্রেরণাদায়ক হবে।

এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো হল:

- সমস্যাগুলো কি কি?
- বর্তমান কোন নীতিগুলো এসব সমস্যা সৃষ্টি করে অথবা এসব সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং এগুলো কিভাবে বাস্তবায়িত হয়?
- নীতি পরিবর্তন কিভাবে সমস্যাগুলোর সমাধানে সাহায্য করবে?
- কি ধরনের নীতি পরিবর্তন প্রয়োজন (আইন প্রণয়ন, সরকারি ঘোষণা, প্রবিধান, আইনগত সিদ্ধান্ত, কমিটি গৃহীত ব্যবস্থা, প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা, অথবা অন্যান্য)?
- প্রস্তাবিত নীতি পরিবর্তনের সাথে কি কি আর্থিক সংশ্লিষ্টতা রয়েছে?
- প্রত্যাশিত নীতি পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত স্টেকহোল্ডার কারা?
  - কারা এডভোকেট ও সমর্থক?
  - কারা প্রতিপক্ষ?
  - কারা সিদ্ধান্ত-প্রণেতা?
  - কারা এখনো কোনো পক্ষ অবলম্বন করেননি?
- বিভিন্ন স্তরে কিভাবে নীতিসমূহে পরিবর্তন সাধিত হয়?
- কারা এবং কি কি বিষয় মূল সিদ্ধান্ত-প্রণেতাদের প্রভাবিত করে?
  - তাঁরা কাদের বিশ্বাস করেন?
  - তাঁদের জন্য প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তি ও সহকর্মী কারা?
  - কি ধরনের যুক্তির প্রতি তাঁদের সাড়া দেয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি?
  - যৌক্তিক, আবেগপূর্ণ, ব্যক্তিগত বিষয় – কোনগুলোকে তাঁরা অগ্রাধিকার দেন?
- নীতি নির্ধারণের সঙ্গে সম্পর্কিত যোগাযোগ কাঠামোটি কি রকম?
  - নীতি-প্রণেতাদের কাছে পৌছুবার জন্য কোন কোন মাধ্যম রয়েছে?
  - নীতি-প্রণেতাদের জন্য বিশ্বাসযোগ্য বার্তা কোনটি?

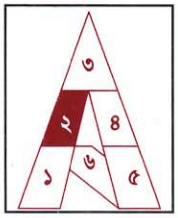

২. কৌশল

প্রতিটি এডভোকেসি প্রচেষ্টার জন্য প্রয়োজন একটি কৌশল। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ পরিচালনা ও পরিকল্পনা করা এবং সেগুলোর ওপর গুরুত্ব দেয়া এবং এসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এডভোকেসি প্রয়াস সুস্পষ্ট পথে পরিচালনার লক্ষ্যে কৌশল প্রণয়ন পর্যায়ে বিশ্লেষণ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো হয়।

- কর্মকৌশল এবং পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করুন।
- আপনার প্রধান এবং দ্বিতীয় অগ্রাধিকারের উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে (পক্ষের, যারা এখনো কোনো পক্ষ অবলম্বন করেনি এবং বিপক্ষের) চিহ্নিত করুন।
- SMART উদ্দেশ্যাবলী (সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য, উপযুক্ত, বাস্তবানুগ, এবং সময়-নির্দিষ্ট) নির্ধারণ করুন।
- আপনার মূল বিষয়টি এমনভাবে উপস্থাপন করুন যাতে মূল সিদ্ধান্ত-প্রণেতাদের কাছে তা একটি অনন্য এবং আকর্ষণীয় সুযোগ বা সুবিধা বলে মনে হয়।
- নীতি পরিবর্তনের জন্য এমন একটি মডেল অনুসরণ করুন যা পরিস্থিতি এবং এডভোকেসির উদ্দেশ্যাবলীর সঙ্গে মানানসই হয়।
- আপনার সম্পদসমূহ চিহ্নিত করুন এবং কোয়ালিশন গড়ে তোলা ও সমর্থন সংগঠিত করার জন্য পরিকল্পনা করুন। উপযুক্ত অংশীদার, কোয়ালিশন এডভোকেট, মুখপাত্র ও প্রচারমাধ্যম খুঁজে বের করে তাদের সঙ্গে কাজ করুন। আপনার প্রতিপক্ষকে চিহ্নিত করুন।
- আপনার উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত কর্মকান্ড চালানোর পরিকল্পনা করুন।
- বৃহত্তর মতৈক্য অর্জনের জন্য অবস্থান উন্নত করুন। মতবিরোধ যথাসম্ভব কমিয়ে আনুন অথবা যত বেশি সম্ভব অভিন্ন স্বার্থসম্বলিত ক্ষেত্র খুঁজে বের করুন।
- একটি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও বাজেট প্রস্তুত করুন।
- ব্যক্তিগত যোগাযোগ, জনগোষ্ঠীতে সক্রিয় বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম, গণমাধ্যম (সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন) এবং ই-মেইল ও ইন্টারনেটের মত নয়া তথ্য প্রযুক্তিসহ যোগাযোগের বহুবিধ মাধ্যম ব্যবহারের পরিকল্পনা করুন এবং এগুলোকে সমন্বিত করুন।
- প্রক্রিয়াটির প্রত্যবেক্ষণ এবং প্রভাব মূল্যায়ন করতে মধ্যবর্তী ও চূড়ান্ত নির্দেশকসমূহ নির্ধারণ করুন।
- প্রস্তাবিত নীতিসমূহ বা পরিবর্তিত নীতির জন্য আবেদনসৃষ্টিকারী একটি শিরোনাম দিন যা হবে সহজে বোধগম্য এবং সমর্থন সংগঠিত করার লক্ষ্যে নিয়োজিত।

কর্মক্ষেত্রে জেএইচইউ/পিসিএস এডভোকেসি

বাংলাদেশ: কৌশলগত উদ্যোগের জন্য এডভোকেসি

সরকারি ও বেসরকারি খাতের ৪০ এর বেশি স্টেকহোল্ডারকে সঙ্গে নিয়ে একটি জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা/মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য আইইসি কর্মকৌশল প্রণয়নের প্রক্রিয়াটি স্বাস্থ্য সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে "এক কেন্দ্র থেকে সকল সেবা" (one stop) দিতে সক্ষম-এমন কেন্দ্রগুলোর জন্য প্রচারের ব্যাপারে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে ওঠে। সবুজ ছাতা লোগো এসব কেন্দ্র চিহ্নিত করছে এবং এগুলোর প্রসার ঘটাচ্ছে ।

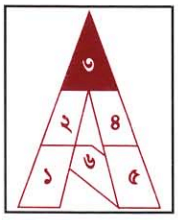

৩. উদ্বুদ্ধকরণ

কোয়ালিশন গঠন এডভোকেসিকে শক্তিশালী করে। আপনার কার্যক্রম, নির্দিষ্ট কর্মকান্ড, বার্তা ও উপকরণ অবশ্যই আপনার উদ্দেশ্যাবলী, উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী, অংশীদারিত্ব এবং সম্পদের কথা মাথায় রেখেই প্রণয়ন করতে হবে। নীতি-প্রণেতাদের ওপর এগুলোর সর্বোচ্চ ইতিবাচক প্রভাব পড়তে হবে এবং এগুলোয় কোয়ালিশনের সকল সদস্যের সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ থাকতে হবে; একই সঙ্গে বিরুদ্ধ-প্রতিক্রিয়া যথাসম্ভব কমিয়ে আনাও হবে এসবের লক্ষ্য।

- পরিস্থিতি, উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী, পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত জনগোষ্ঠী, এডভোকেসির উদ্দেশ্যাবলী, মূল কর্মকান্ড ও সময়ের বিবরণ এবং প্রতিটি কাজের মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন নির্দেশক সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে একটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন।
  - কোয়ালিশনের সকল অংশীদারকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করুন।
  - বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার বিশ্বাসযোগ্য মুখপাত্রদের অন্তর্ভুক্ত করে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিকল্পনা করুন।
  - সর্বোচ্চ ইতিবাচক প্রভাবের জন্য কর্মকান্ডসমূহের সময়সূচি ও ক্রম নির্ধারণ করুন।
- সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম ও কর্মকান্ড বাস্তবায়ন ও প্রত্যবেক্ষণ করার জন্য কোয়ালিশনের সদস্যদেরকে সুস্পষ্টভাবে দায়-দায়িত্ব অর্পণ করুন।
- কোয়ালিশনের প্রসার ঘটানো এবং তা সংঘবদ্ধ রাখার জন্য নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করুন।
- এডভোকেসি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের আয়োজন করুন।
- আপনার অবস্থানের সমর্থনে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও উপাত্ত চিহ্নিত ও যাচাই করুন এবং সেগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করুন। আপনার অবস্থানকে সমর্থন করে এবং ব্যবস্থা গ্রহণের গুরুত্ব প্রকাশ করে এমন উপাত্ত জড়ো করুন।
- নীতি-প্রণেতাদের স্বার্থের সঙ্গে আপনার অবস্থানের সংযোগ সৃষ্টি করুন।
- সংক্ষিপ্ত, নাটকীয় ও মনে রাখার মত করে তথ্য পরিবেশন করুন।
- আপনার বার্তায় মানবিক আবেদন ও গল্প-কথা মিশিয়ে দিন।
- প্রত্যাশিত পদক্ষেপগুলোকে সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করুন।
- সুপারিশকৃত কাজের জরুরি প্রয়োজনীয়তা ও অগ্রাধিকারের ওপর জোর দিন।
- যথাযথ কর্মকান্ডের প্রচার ঘটাতে, নতুন উপাত্ত উপস্থাপন করতে এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারীদের স্বীকৃতি দিতে সংবাদ মাধ্যমসমূহের প্রচার পাওয়ার জন্য পরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়ন করুন।
- তৃণমূল পর্যায়ের দৃশ্যমান সমর্থন গড়ে তুলুন।

কর্মক্ষেত্রে জেএইচইউ/পিসিএস এডভোকেসি

বলিভিয়া: প্রজনন স্বাস্থ্যের জন্য এডভোকেসি

সরকারি ও বেসরকারি খাতের স্বাস্থ্য সংস্থাগুলোর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য প্রতিষ্ঠিত ৪৫ সদস্যবিশিষ্ট আইইসি টেকনিক্যাল কমিটি প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নতির লক্ষ্যে টেলিভিশনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও ভাইস-প্রেসিডেন্টকে বক্তব্য দিতে রাজি করায়। কমিটির এই সফল এডভোকেসির ফলে এখন সরকার ও শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলো দেশব্যাপী প্রজনন স্বাস্থ্য সেবাগুলোকে সমর্থন দিচ্ছে, যা মাত্র দশ বছর আগেও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ছিল একটি কঠিন কাজ।

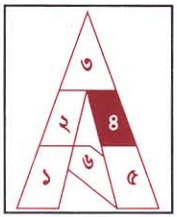

৪. কর্ম সম্পাদন

সকল অংশীদারকে ঐক্যবদ্ধ রাখা এবং উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে অধ্যবসায়ী হওয়া - উভয় কাজই এডভোকেসির জন্য অপরিহার্য। বার্তার পুনরাবৃত্তি এবং বারংবার বিশ্বাসযোগ্য উপকরণের ব্যবহার মূল বিষয়ের প্রতি মানুষের মনোযোগ ও ভাবনা ধরে রাখতে সাহায্য করে।

- অন্যান্য মত ও প্রতিপক্ষের প্রতিটি পদক্ষেপ প্রত্যবেক্ষণ করুন এবং দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন। নমনীয় হোন।
- পরিকল্পিত কর্মকান্ড নিরবচ্ছিন্নভাবে এবং নির্ধারিত সময়সূচি অনুসারে সম্পাদন করুন।
- বিভিন্ন কর্মকান্ড ও এসবের ফলাফল সম্পর্কে কোয়ালিশনের সকল সদস্যকে অবগত রাখার জন্য একটি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করুন।
- ব্যক্তিগত যোগাযোগ, প্রেস বিজ্ঞপ্তি, সাংবাদিক সম্মেলন এবং পেশাদারী সহযোগিতার মাধ্যমে গণমাধ্যমের সমর্থন আদায় করুন এবং এই প্রক্রিয়াটি অব্যাহত রাখুন।
- কোনো বিতর্ক সৃষ্টি হলে ভয় পাবেন না, বরং একে নিজের কাজে লাগানোর চেষ্টা করুন।
- যেকোনো ধরনের বেআইনী বা অনৈতিক কর্মকান্ড এড়িয়ে চলুন।
- প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে নীতি-প্রণেতাদের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করুন।
- সকল সাফল্য ও ব্যর্থতার হিসাব রাখুন।
- জনমত প্রত্যবেক্ষণ করুন এবং ইতিবাচক পরিবর্তনগুলো প্রচার করুন।
- নীতি-প্রণেতা ও কোয়ালিশনের অংশীদারদের ভূমিকার স্বীকৃতি দিন এবং তাদের কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করুন।

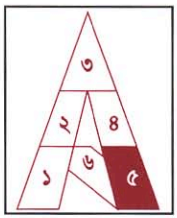

৫. মূল্যায়ন

অন্য যেকোনো যোগাযোগ প্রচারাভিযানের মূল্যায়ন যতটা সতর্কতার সঙ্গে করা হয়, ঠিক ততটা সতর্কতার সঙ্গেই এডভোকেসি প্রচেষ্টার মূল্যায়ন করা আবশ্যক। যেহেতু এডভোকেসি প্রায়শই আংশিক ফল দেয়, সেহেতু কতটুকু কাজ সম্পন্ন হল এবং কতটুকু বাকি রয়ে গেল তা একটি এডভোকেসি দলকে নিয়মিত ও বস্তুনিষ্ঠভাবে হিসাব করে দেখতে হবে। প্রক্রিয়া মূল্যায়ন প্রভাব মূল্যায়নের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠিন হতে পারে।

- অন্তর্বর্তীকালীন ও প্রক্রিয়া নির্দেশকসমূহ নির্ধারণ এবং পরিমাপ করুন।
- সুনির্দিষ্ট সকল কার্যক্রম ও কর্মকান্ড মূল্যায়ন করুন।
- প্রাথমিক SMART উদ্দেশ্যাবলীর ভিত্তিতে সাধিত পরিবর্তনগুলোর হিসাব রাখুন।
- পরিবর্তন পরিমাপ করার জন্য নির্দেশকসমূহের সঙ্গে চূড়ান্ত ফলাফলগুলোর তুলনা করুন।
- নীতি পরিবর্তনে ভূমিকা পালনকারী মূল বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করুন।
- অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনগুলোর হিসাব রাখুন।
- প্রাপ্ত ফলাফল অন্যদের জানান। স্টেকহোল্ডারদের কাছে সাফল্যের কথা পরিষ্কার ও বোধগম্য ভাষায় প্রচার করুন।

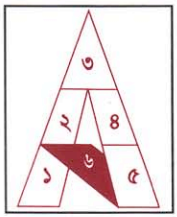

৬. ধারাবাহিকতা

যোগাযোগের মত এডভোকেসিও একটি চলমান প্রক্রিয়া-কোনো একক নীতি বা কোনো একটি আইন প্রণয়ন নয়। ধারাবাহিকতার পরিকল্পনা বলতে বোঝায় দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যসমূহ স্পষ্ট করে উল্লেখ করা, সক্রিয় কোয়ালিশন ঠিক রাখা এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ উপাত্ত ও যুক্তি সংরক্ষণ করা।

- সৃষ্ট পরিস্থিতি মূল্যায়ন করুন।
- প্রত্যাশিত নীতি পরিবর্তন ঘটলে তার বাস্তবায়ন প্রত্যবেক্ষণ করুন।
- প্রত্যাশিত নীতি পরিবর্তন না ঘটলে পূর্ববর্তী কৌশল ও কার্যক্রম পর্যালোচনা করুন, এডভোকেসি প্রক্রিয়া পুনঃপরীক্ষা করুন ও প্রয়োজনীয় সংশোধন করুন এবং এর পুনরাবৃত্তি ঘটান, বা অন্য যেসব প্রয়োজনীয় কার্যক্রম হাতে নেয়া দরকার তা চিহ্নিত করুন।
- পরিবর্তনকে টেকসই/শক্তিশালী করার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন।
- দৃঢ়ভাবে চেষ্টা চালিয়ে যান।

কর্মক্ষেত্রে জেএইচইউ/পিসিএস এডভোকেসি

ইকুয়েডর: নিরাপদ মাতৃত্বের জন্য এডভোকেসি

সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্যাটেলাইট টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে ইকুয়েডর, বলিভিয়া, পেরু ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফার্স্ট লেডীরা মায়েদের বেঁচে থাকার অধিকারের প্রতি উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক মনোযোগ আকর্ষণ করেন। ঐ এডভোকেসির ফলে ইকুয়েডরের স্বাস্থ্য মন্ত্রী দ্রুত দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন: (১) ১৯৯৮-এ জারীকৃত এক ডিক্রিতে মাতৃ মৃত্যুর বিষয়টিকে দেশের অগ্রাধিকার তালিকার শীর্ষে স্থান দেয়া হয়; এবং (২) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সেবাসমূহের আওতায় মাতৃ মৃত্যুহার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে একটি জাতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

ইন্দোনেশিয়া: সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের জন্য এডভোকেসি

দেশটির আইইসি কার্যক্রম এবং শহরভিত্তিক উদ্যোগসমূহের একটি সামগ্রিক পর্যালোচনাই ইন্দোনেশিয়ায় বেসরকারি খাতের অধিকতর অংশগ্রহণের পক্ষে জনমত তৈরির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। ঐ এডভোকেসির ফলেই পরবর্তীতে সরকার 'ব্লু সার্কেল' কর্মসূচি গ্রহণ করে, যা পরিবার পরিকল্পনা সেবার ক্ষেত্রে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বেসরকারি প্রচেষ্টাগুলোর একটি।

জর্ডান: ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে নিয়ে এডভোকেসি

দুই সন্তান জন্মের মাঝখানে সময়ের ব্যবধান বৃদ্ধি ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার প্রসার ঘটানোর উদ্দেশ্যে এ ব্যাপারে ধর্মীয় নেতাদের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে তাদের ওপর পরিচালিত এক জরিপের মাধ্যমে একটি এডভোকেসি কর্মসূচি শুরু হয়। যখন প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে দেখা গেল যে এক্ষেত্রে এসব নেতার ব্যাপক সমর্থন রয়েছে, তখন পুরুষদের কাছ থেকে আরো বেশি সমর্থন সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি প্রচারাভিযান শুরু করা হয়। এই প্রচারাভিযানে রাজপরিবার ও গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়গুলো থেকে উচ্চ পর্যায়ের অনুমোদন পাওয়া যায়। এসব অনুমোদন লাভের মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এখন পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কেনিয়া: যুব কার্যক্রমের জন্য এডভোকেসি

যুব কার্যক্রমকে সমর্থন করা একটা স্পর্শকাতর বিষয় হতে পারে, কিন্তু সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, পিতা-মাতাদের বিভিন্ন গ্রুপ ও বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন সঙ্গে নিয়ে এডভোকেসি কর্মকান্ড চালানোর ফলে বর্তমানে একটি অধিকতর যুব-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে *ইয়ুথ ভ্যারাইটি শো* নামে একটি জনপ্রিয় রেডিও অনুষ্ঠান প্রচার শুরু করা সম্ভব হয়, যে অনুষ্ঠানে প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হয়, যা স্কুলগুলোতে পরিচালিত আনুষ্ঠানিক পারিবারিক জীবন বিষয়ক শিক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা।